গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস সংযোগ পদ্ধতি ও বিদ্যমান সংযোগ সুষমী করণ

১.০। গ্যাস সংযোগ পদ্ধতি ও বিদ্যমান সংযোগ সুষমীকরণ ঃ

১.১। গ্যাস সংযোগ পদ্ধতি ঃ

গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলি ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হইলঃ

(ক) আবেদনকারী আবেদনপত্রের নিধারিত মূল্য কোম্পানীর নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান পূর্বক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট শাখা/ব্যাংক হইতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করিবেন। আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সহিত গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কপি সরবরাহ করা হইবে ।

(খ) আবেদনকারীকে গ্যাস সংযোগকৃত বাড়ি/ইমারত-এর প্রকৃত মালিক হইতে হইবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া প্রস্তাবিত গ্যাস ব্যবহৃত বাড়ির/স্থানের মূল দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি/পরচার সত্যায়িত অনুলিপি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৌরসভা কর্তৃক দেয় হোল্ডিং নম্বর, পাসপোর্ট আকারের ২(দুই) কপি সত্যায়িত ছবি, কোম্পানীর তালিকাভূক্ত **১.১** শ্রেণীর ঠিকাদার কিংবা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নিকট গ্রহণযোগ্য স্যার্টফিকেটধারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভ্যন্তরীণ গ্যাস লাইনের ৪(চার) কপি নকশা, প্রাক্কলন ইত্যাদি কাগজপত্র গ্রাহক নিজে অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস প্রধানের কার্যালয়ে দাখিল করিবেন ।

(গ) গ্রাহক কর্তৃক আবেদন পত্র ও অন্যান্য কাগজ পত্র দাখিলের ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন/ আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস প্রধানের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই করা হইবে ।

(ঘ) জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে কোম্পানীর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন/সিদ্ধান্ত ১৫(পনর) দিনের মধ্যে প্রদান করা হইবে ।

(ঙ) গ্যাস সংযোগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহককে ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে চাহিদাপত্র প্রদান করা হইবে। চাহিদাপত্রে সংযোগ ফি, নিরাপত্তা জমানত, সার্ভিস লাইনের ব্যয় ইত্যাদির হিসাব থাকিবে ।

(চ) চাহিদা পত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদান সাপেক্ষে দাখিলকৃত নকশা ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুমোদন এবং সেই অনুসারে গ্রাহকের নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের কাজ ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং কার্য সমাপনী প্রতিবেদন জমাদানের পর সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে অভ্যন্তরীন লাইনের চাপ পরীক্ষা করা হইবে। কোম্পানী গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মানের প্রকৃত ব্যয় (মালামাল ব্যতীত) নির্ধারণ পূর্বক গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

চলমান পাতা/২

(ছ) গ্রাহকের সহিত ''গ্যাস বিক্রয়'' চুক্তি সম্পাদন করা হইবে ।

(জ) গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রাস্তা কাটার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া জমা দিতে হইবে ।

(ঝ) রাস্তা কাটার অনুমতি ও সমাপণী প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনর) কার্য দিবসের মধ্যে কোম্পানীর তরফ হইতে সার্ভিস লাইন ও রাইজার উত্তোলন এবং সার্ভিস লাইন কমিশন করা হইবে।

(ঞ) সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক রেগুলেটর ও আরএমএস যথাক্রমে ৩ (তিন) ও ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে স্থাপন করা হইবে ।

(ট) ৩(তিন) কার্য দিবসের মধ্যে গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ লাইন কমিশনিং (গ্যাস সরবরাহ চালু করা) এবং গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ কার্ড ও মিটার বিহীন গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিল বই প্রদান করা হইবে ।

সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা অথবা অন্য কোন এজেন্সীর স্টাফ কোয়ার্টার/ কলোনী সমূহে গ্যাস সংযোগের জন্য ঐ সংস্থা বা গণপূর্ত বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আবেদন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হইবে। লো প্রেসার নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইনের যাবতীয় খরচ কাস্টমার ফাইনান্স-এর ভিত্তিতে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

পুর্বোল্লেখিত বিপণন পদ্ধতির অধীনে উল্লেখিত ধাপ সমুহ অনুসরণ করতঃ নতুন সংযোগ প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যমান সংযোগ সমুহকে সুষমীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১.২। বিদ্যমান সংযোগ সুষমীকরণ ঃ

গ্যাস বিপণন পদ্ধতির অধীনে উল্লেখিত ধাপ সমূহ অনুসরণ করতঃ নুতন সংযোগ প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যমান সংযোগ সমূহকে সুষমীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২.০। কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন ধরণের ফি, চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি ঃ

গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি নিম্নে উল্লেখিত হার অনুযায়ী নিধারণ করা হইবে। তবে এইসব হার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তন ও পুনর্নির্ধারণ করা যাইবে ।

চলমান পাতা/৩

২.১। গ্যাস সংযোগ ফি ঃ

নিম্নে বর্ণিত ফি/চার্জ আদায় সাপেক্ষে গৃহস্থালী শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ পাইপ লাইন, ২০ মিঃমিঃ লকউইং কক, ২০ মিঃমিঃ সার্ভিস টি, পাইপ র‌্যাপিং ও কোর্টিং সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করতঃ কোম্পানী বা কোম্পানীর নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হইবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং/বা অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হইলে সে ক্ষেত্রে উহার জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহকের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদায় করা হইবে ।

গৃহস্থালী গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে ফি/চার্জ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানী বা তাহার নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাইবে। ২০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৩ মিঃ দৈর্ঘ পর্যন্ত সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ ফি/চার্জ হিসাবে ২০০০.০০ টাকা (সময় সময় পরিবর্তন যোগ্য) প্রদান করিতে হইবে।

২.৪.১.১। সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহন করা না হইলে সার্ভিস চার্জ ঃ সংযোগ ফি বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না।

২.২। সংযোগ বিচিছন্ন করণ ফি ঃ

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচিছন্ন করণের তারিখ উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ ১৫(পনর) দিন পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ করতঃ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচিছন্ন, খেলাপী ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচিছন্ন এবং স্থায়ীভাবে বিচিছন্নকরণের বেলায় গ্রাহক অবস্থা অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত হারে 'বিচিছন্ন করণ ফি' গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে ঃ

বিচিছন্নের ধরণ অনুযায়ী ফি (টাকা)		
বিল পরিশোধ থাকিলে গ্রাহকের আবেদনক্রমে অস্থায়ী বিচিছন্ন	খেলাপী বা অবৈধ কার্যকলাপ হেতু বিচিছন্নকরণ	স্থায়ী বিচিছন্ন
প্রযোজ্য নয়	২৫০/-	২৫০/- + *এ

*এ ঃ সার্ভিস লাইন অপসারণ বাবদ প্রকৃত খরচ

২.৩। গ্যাস লাইন পুনঃ সংযোগ ফি ঃ

গ্যাস সংযোগ বিচিছন্ন করণ ফি এর অতিরিক্ত হিসাবে গ্যাস লাইন পুনঃ সংযোগ ফি বাবদ ২৫০/- টাকা পরিশোধ করিতে হইবে ।

২.৪। গ্যাস লাইন কমিশনিং ফি ঃ

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য রেগুলেটর, মিটার ইত্যাদি স্থাপনের পর বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরাবরাহের জন্য ৫০/- টাকা কমিশনিং ফি পরিশোধ করিতে হইবে ।

২.৫। রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি ঃ

কোন গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ/সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ২০% ওভারহেড খরচসহ মূল্য ও স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ ছাড়াও ৩৭৫/- টাকা ফি জমা দিতে হইবে ।

২.৬। মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি ঃ

গ্যাস সংযোগকৃত কোন গ্রাহকের মালিকানা/নাম পরিবর্তন করিতে হইলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে যাবতীয় কাগজপত্র নোটারী পাবলিক এর দ্বারা প্রত্যায়ন পূর্বক জমা দিতে হইবে (যাহাতে কোম্পানীর তরফ হইতে আইন উপদেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে না হয়) এবং ৩০০/- টাকা ফি পরিশোধ করিতে হইবে ।

২.৭। গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনঃর্বিন্যাস ফি ঃ

মাসিক গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি করিয়া অথবা লোড অপরিবর্তিত রাখিয়া গ্যাস সরঞ্জাম/বার্নার পুনঃর্বিন্যাস করা হইলে গ্রাহককে নিম্ন বর্ণিত হারে ফি পরিশোধ করিতে হইবে ঃ

২.৭.১। গ্যাস লোড কমানোর ক্ষেত্রে ঃ চুলার সংখ্যা কমানোর জন্য প্রতিবারে ৫০.০০ টাকা হারে।

২.৭.২। গ্যাস লোড বাড়ানোর ক্ষেত্রে ঃ চুলার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রতিবারে ৫০.০০ টাকা হারে।

২.৮। নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ ও জমাদানের পন্থা ঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চালনা ধাঁচ অনুযায়ী মাসিক গ্যাস লোড নির্ধারণ করিয়া সেই ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের প্রত্যাশিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। ফ্লাট রেইটের আওতাধীন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ফ্লাট রেইট হিসাবের ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের বিলের সম পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাব জমা দিতে হইবে ।

একক/দ্বৈত চুলা বিশিষ্ট গ্রাহকের ক্ষেত্রে গ্যাস ট্যারিফ অনুযায়ী ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের সমপরিমাণ অর্থ নগদে পরিশোধ করিতে হইবে। গৃহস্থালী গ্রাহকের ক্ষেত্রে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের সাথে সাথে অতিরিক্ত জামানত আদায় করা যাইবে না। যে সকল বিদ্যুৎ, সার বা অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে আবাসিক উদ্দেশ্যে এবং গৃহস্থালী শ্রেণীর আওতায় যে সকল গ্রাহক বিভিন্ন সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার করিবে শুধু তাহাদিগকে মিটারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হইবে। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদেরকে নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত পরিশোধ করিতে হইবে ।

চলমান পাতা/৫

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = বার্নারের ক্ষমতা x বার্নার সংখ্যা x ৮ ঘন্টা/দিন x ২৬/৩০ দিন/মাস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর (০.৮৫)।

এখানে SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার বুঝাইবে ।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড x গ্যাস ট্যারিফ রেট (প্রতি ইউনিটের মূল্য) x ৩ মাস।

৩.০। পরিদর্শন, মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুত করণ ও গ্রাহক বরাবরে প্রেরণ, রাজস্ব আদায়, বিল পরিশোধোর সময়সীমা, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, গ্যাস স্থাপনা/সরঞ্জামের লোড এবং বহির্গমন চাপ নির্ধারণ/পুননির্ধারণ, মাসিক ন্যুনতম দেয় বিল, আরএমএস ভাড়া ঃ

৩.১। পরিদর্শন ঃ

গৃহস্থালী গ্রাহকদের আঙ্গীনা কোম্পানীর নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিস্ঠান এর মাধ্যমে ৩(তিন) বছরে ন্যূনতম একবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে ।

৩.২। মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুত করণ ও গ্রাহক বরাবরে প্রেরণ ঃ

৩.২.১। মিটার রিডিং গ্রহণ ঃ

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার মাসের ২৫ তারিখ হইতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে ।

৩.২.২। বিল প্রস্তুতকরণ ঃ

মিটারযুক্ত গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহনের ভিত্তিতে নিয়মানুসারে বিল প্রণয়নের জন্য কোম্পানীর মিটার রিডিং গ্রহনকারী শাখা কর্তৃক বিল প্রনয়ণকারী শাখা/বিভাগে মিটার রিডিং পরবর্তী মাসে ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবে। বিল প্রনয়ণকারী শাখা/বিভাগ কর্তৃক রিডিং সাইকেল অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি শুণক দ্বারা গুন করিয়া আদর্শ আয়তন হিসাবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপন করতঃ যদি গ্যাস ব্যবহার উক্ত সময়ের মাসিক নূন্যতম নিশ্চয়কৃত লোডের তুলনায় বেশী হয় তবে প্রাপ্ত ব্যবহার অন্যথায় নিশ্চয়কৃত লোডকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুন করিয়া গ্যাস বিল প্রনয়ন করা হইবে। চাপশুদ্ধি গুনক নিম্নোক্ত রাশিমালার মাধ্যমে বাহির করা হইবে ঃ

$$\text{চাপ শুদ্ধি গুনকঃ} = \frac{\text{পিএসআইজি এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ} + ১৪.৭৩}{১৪.৭৩}$$

এখানে ১৪.৭৩ Psia = Base pressure = Atomospheric pressure

৩.২.৩। প্রণীত বিল গ্রাহক বরাবরে প্রেরণঃ

রাজস্ব বিভাগ/শাখা ব্যতীত অন্য কোন বিভাগ/শাখা কর্তৃক বিল প্রণয়ন করা হইলে সেই ক্ষেত্রে বিল প্রণয়নকারী বিভাগ/শাখা কর্তৃক প্রণীত বিল পরবর্তী মাসের ১৭ তারিখের মধ্যে রাজস্ব বিভাগ/শাখায় প্রেরণ করিবে এবং ২০ তারিখের মধ্যে রাজস্ব বিভাগ উক্ত বিল গ্রাহক বরাবরে প্রেরণ করিবে। বিভিন্ন সংস্থার স্টাফ কোয়ার্টারে ফ্ল্যাট রেইটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামে প্রেরিতব্য বিলও এই সময়ের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যে সকল মিটার বিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকের গ্যাস সংযোগকালে কোম্পানী কর্তৃক বিল বই সরবরাহ করা হয় তাহাদিগকে ফ্ল্যাট রেইটের ভিত্তিতে প্রতিমাসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর নির্ধারিত ব্যাংকে বিল পরিশোধ করিতে হইবে।

৩.৩। রাজস্ব আদায় ঃ

কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা গ্রাহকের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের শর্ত/প্রচলিত পদ্ধতির আলোকে গ্রাহকের নিকট হইতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, জরিমানা, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি পাওনা আদায়ের ব্যবস্হা গ্রহন করিবে। খেলাপী গ্রাহকদের তালিকা নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক গ্যাস সংযোগ বিচিছন্ন করিতে হইবে।

৩.৪। বিল পরিশোধের সময়সীমা ঃ

মিটার বিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকগণকে সরবরাহকৃত বিল বই এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ প্রতিমাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের ২১ (একুশ) তারিখের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করিতে পারিবেন। যে সকল মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের মাসিক বিল প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়, তাহাদের বেলায় বিল ইস্যু করিবার তারিখ হইতে (যাহা বিলে উল্লেখ থাকিবে) পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করা যাইবে। বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন হইলে পরবর্তী কার্য দিবসে বিল পরিশোধ করা যাইবে।

৩.৫। বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার ঃ

৩.৫.১। মিটার বিহীন গৃহস্থালীঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করিবার পর বিল পরিশোধ কালে গ্রাহককে ছয় মাস পর্যন্ত অপরিশোধিত বিলের জন্য খেলাপী গ্রাহক হিসাবে একমূখী চুলার জন্য প্রতিমাসে ৮ টাকা হারে এবং দ্বি-মূখী চুলার জন্য প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে, ছয় মাসের অধিক কাল অপরিশোধিত বিলের জন্য খেলাপী গ্রাহকের উপর ফ্ল্যাট রেইটে একমূখী চুলার জন্য প্রতি মাসে ১২ টাকা হারে এবং দ্বি-মুখী চুলার জন্য প্রতি মাসে ১৫ টাকা হারে সার চার্জ প্রদান করিতে হইবে।

চলমান পাতা/৭

৩.৫.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালীঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করিবার পর হইতে বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১৫% হারে সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে, যে সকল গ্রাহক গ্যাস বিলের অর্থ সরকারী ফান্ড হইতে পরিশোধ করিয়া থাকে, তাহাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পরও ক্ষেত্র বিশেষে সারচার্জ ব্যাতিরেকে বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

৩.৬। মাসিক নূন্যতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ)ঃ

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানের পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তিনামা অনুযায়ী গ্রাহকের জন্য মাসিক বরাদ্ধকৃত গ্যাস অব্যবহৃত থকিলে কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন যথাসময়ে ফেরত প্রাপ্তির লক্ষে মাসিক লোডের ৫০% নূন্যতম নিশ্চয়কৃত লোড নির্ধারণ করতঃ উহার ভিত্তিতে বিল (নূন্যতম বিল) আদায়ের নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। অর্থাৎ নিশ্চয়কৃত লোডের চাইতে গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার কম হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক নূন্যতম হারে গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে অংগীকারবদ্ধ। নিম্নে গৃহস্থালী গ্রাহকের নূন্যতম দেয় নির্ধারনের পদ্ধতি বর্ণিত হইল।

মিটার বিহীন চালু গ্রাহকদের বেলায় মাসিক নূন্যতম দেয় প্রয়োজ্য হইবে না। কিন্তু গ্রাহকের আবেদনক্রমে সংযোগ সাময়িকভাবে বিচিছন্ন করা হইলে, নূন্যতম দেয় হিসাবে ফ্ল্যাট রেইটে নির্ধারিত মাসিক বিলের ৫০% আদায় করা হইবে। তবে, যে সকল গৃহস্থালী গ্রাহক অন্যান্য বার্নার/সরঞ্জামে মিটারে মাধ্যমে ব্যবহার করিবে তাহাদের মাসিক লোডের ৫০% নূন্যতম দেয় বিল হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসে ১৫ দিনের অধিক বন্ধ/ছুটি থাকিলে সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করিতে পারিবে।

৩.৭। আরএমএস/সিএমএস ভাড়া ঃ

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের আরএমএস/সিএমএস এর প্রকৃত মূল্যের সহিত ৮% হারে সুদ ধরিয়া মোট মূল্য নির্ণয় পূর্বক সমান ১২০ কিস্তিতে ভাগ করিয়া মাসিক আরএমএস/সিএমএস ভাড়া হিসাবে আদায় করা হইবে (১০ বৎসর পে-ব্যাক পিরিয়ড ধরিয়া)। গ্রাহক যতদিন গ্যাস ব্যবহার করিবে তাহার প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সহিত উক্ত আরএমএস/সিএমএস ভাড়া তাহাকে পরিশোধ করিতে হইবে এবং আরএমএস/সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানীর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন কারনে আরএমএস/সিএমএস প্রতিস্থাপন করা হইলে, প্রতিস্থাপিত আরএমএস/সিএমএস মূল্যের উপর মাসিক ভাড়া পূনঃনির্ধারণ করা হইবে।

চলমান পাতা/৮

৪.০। অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস সরঞ্জামের মূল্য আরোপের পদ্ধতিঃ

৪.১। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণ ঃ

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী ঃ অনুমোদিত মাসিক লোডের **১৫%** পর্যন্ত অধিক লোড ব্যবহার করা হইলে কোন জরিমানা আরোপ করা হইবেনা। **১৫%** এর উর্ধে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে প্রতিবারের জন্য অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে **১** মাসের গ্যাস বিলের **৫০%** জরিমানা হিসাবে পরিশোধ করিয়া অতিরিক্ত লোড নিয়মিতকরণ করিতে হইবে।

৪.২। গ্যাস কারচুপি মুলক/ অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য ঃ

৪.২.১। মিটার বিহীন গৃহস্থালী ঃ

কোন গৃহস্থালী গ্রাহক (মিটার বিহীন) কর্তৃক যে কোন উপায়ে অবৈধ চুলা/সরঞ্জাম-এ গ্যাস সংযোগ স্থাপন করা হইলে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বছর) ছাড়াও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন/নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত ফ্ল্যাট রেটের ভিত্তিতে বিল এবং ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গৃহস্থালী সংযোগ হইতে অবৈধ বাণিজ্যিক কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে সেই ক্ষেত্রে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার/সরঞ্জাম-এর ঘন্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণ পূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কাপ সনাক্ত করণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বৎসর) ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন/নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত বাণিজ্যিক হারে অতিরিক্ত বিল ও মূল আবাসিক বিল প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় পূর্বক ৩ মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায় যোগ্য হইবে (বিস্তারিত ***''গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপনন পদ্ধতি- জুন ২০০২''*** এর পরিশিষ্ট -গ দ্রষ্টব্য)।

৪.২.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালীঃ

মিটার যুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহক কর্তৃক মিটার এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করতঃ গ্যাস কারচুপি করা হইলে সেই ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পূনঃসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বছর) ছাড়াও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তন এর তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড ও প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া সেই অনুসারে অতিরিক্ত বিল এবং ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

চলমান পাতা/৯

গ্রাহক কর্তৃক যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন, মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত আভ্যন্তরীন লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন, বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহন অথবা কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের তারিখ পর্যন্ত (যাহা সর্ব্বোচচ ৩ বৎসর হইবে) প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করতঃ অতিরিক্ত গ্যাস বিল ও ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায় যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন এবং বা স্থানান্তর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পূর্বক অপচয়কৃত গ্যাসের মূল্য সহ অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

মিটার রিডিং গ্রহন/পরিদর্শন কালে টার্নওভার ব্যতীত কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতিপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চেয়ে কম পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মতে উল্লিখিত প্রদ্ধতিতে নির্ণীত মাসিক লোডের ভিত্তিতে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্ত করণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বৎসর) ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্ত করণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সীলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল এবং ৩(তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে/প্রেসার গেইজে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চাইতে বেশী চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে পুর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সেটকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বছর) ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনঃ সেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/ নিয়মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্ব্বোচচ চাপের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপির সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/গ্যাস বার্ণার স্থাপন করা হইলে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুনক অনুযায়ী মাসিক লোড/নূন্যতম বিল পুনঃনির্ধারণ করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হইতে

চলমান পাতা/১০

অননুমোদিত গ্যাস স্হাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বছর) ছাড়াও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচছন্নকরণ/নিয়মিতকরণ/অননুমোদিত স্থাপনা ও গ্যাস লাইন অপসারণ পর্যন্ত যে সকল মাসর গ্যাস বিল পুননির্ধারিত নূন্যতম বিলের চেয়ে কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্তি বিল এবং পুননির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(বিস্তারিত ***''গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপনন পদ্ধতি, জুন ২০০২''*** এর পরিশিষ্ট -খ দ্রষ্টব্য)।

৪.৩। আরএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায় ঃ

গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারনে বা অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারনে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম অকেজো হইলে এবং গ্রাহকের আংগিনা হইতে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম (মিটার, রেগুলেটর ইত্যাদি) চুরি হইলে বা মিটারের মুলসীল ভাংগা হইলে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের বর্তমান মূল্যের ৩ (তিন) গুন অর্থ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়পর্বক প্রতিস্থাপন করা হইবে। গৃহস্থালী গ্রাহকের কোন গ্যাস সংযোগ সরঞ্জাম খোয়া/চুরি হইলে সেই ক্ষেত্রে জিডি/এফআইআর এর কপি দাখিল সাপেক্ষে উহার বর্তমান মূল্য আদায়যোগ্য হইবে।

৪.৩.১। প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধনঃ

মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করিয়া যদি প্রাকৃতিক কারনে (হস্তক্ষেপ ব্যতীত) উহা ২% এর অধিক ধীর/দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায়, তবে উক্ত মিটার ব্যবহারের অর্ধেক সময় সর্বোচচ ১ (এক) মাস এর গ্যাস বিল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত গ্যাস বিল আদায়যোগ্য হইবে।

৫.০। গ্রাহকের চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুনক (ডাইভারসিটি ফ্যক্টর) নির্ধারণ ঃ

গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তাহার ধরণ/প্রক্রিয়া এর উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের মাসিক লোড নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানতের হিসাব ও মাসিক নূন্যতম দেয় নিরূপনের ক্ষেত্রে চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

চলমান পাতা/১১

এই শ্রেনীর মিটারযুক্ত গ্রাহকদের চালনা ধাঁচ হইবে নূন্যতম ৮ ঘন্টা/দিন ও নূন্যতম ২৬ অথবা ৩০ দিন/মাস এবং বিচ্যুতি গুনক ০.৮৫ হিসাবে ধরা হইবে যাহার বিস্তারিত নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

গ্রাহকের চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ শ্রেনী	উপশ্রেনীর আওতাভূক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনা ধাঁচ (নুন্যতম) ঘন্টা/দিন	দিন/মাস	ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
১।	গৃহস্থালী গ্রাহক (মিটারযুক্ত) ঃ				
১.১।	সাধারণ ছুটির দিনে বন্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্টিন ও ছাত্রাবাস/সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক/বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান এর কেন্টিন/সেচছাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।	৮	২৬	০.৮৫
১.২।	ছুটির দিন সহ সকল দিনে রান্নার কাজে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠান সমূহ।	প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার মেস/জেলখানার রান্নার কাজ/বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের/এজেন্সীর ইন্সপেকশন বাংলো/সার্কিস হাউস/রেষ্ট হাউস/কলোনী/কমপ্লেক্স ইত্যাদি।	৮	৩০	০.৮৫

পরিশিষ্ট - ক

গ্রাহক শ্রেনী বিন্যাস

গৃহস্থালী গ্রাহক
ক) বাস ভবন হিসাবে ব্যবহৃত ১। বাড়ি/ইমারত ২। প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন। ৩। বিডিআর, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি-এর আবাসিক কোয়ার্টার সমূহ ৪। জেলখানার আবাসিক কোয়াটার সমূহ ৫। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/দপ্তর/এজেন্সীর আবাসিক কোয়ার্টার সমূহ। খ) অব্যবসায়িক উদ্দ্যেশ্যে পরিচালিত/ব্যবহৃতঃ ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরীজ, কেন্টিন । ২। এতিমখানা, হাসপাতাল, গেষ্ট হাউস, সার্কিট হাউস, ইন্সপেকশন বাংলো/ডাক বাংলো। ৩। জেলখানার কেন্টিন, কয়েদীর রান্নাঘর। ৪। বিডিআর, পুলিশ, আনসার এর কেন্টিন ও মেস। ৫। সরকারী শিশুসদন, আশ্রম, তাবলীগ, ট্রাষ্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাজার। ৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন কেন্টিন ও শ্রমিকদের মেস/রান্নাঘর। ৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস। ৮। বিভিন্ন অফিসের ক্যান্টিন সমূহ। ৯। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল প্রকার মেস ও কেন্টিন।

পরিশিষ্ট-খ

গৃহস্থালী শ্রেনীর গ্রাহক কর্তৃক অবৈধ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিলের পরিমান ও জরিমানা ধার্যের পদ্ধতি

গ্রাহক শ্রেনী	অবৈধ কাজের বিবরণ/ধরণ	অতিরিক্ত গ্যাস বিলের পরিমান নিরূপন পদ্ধতি	জরিমানার পরিমান	মন্তব্য
(ক) মিটার বিহীন	একই রান্নাঘরে অতিরিক্ত চুলা স্থাপন/ রান্নাঘর বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত চুলা স্থাপন/ অন্য কোন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপন/বিচিছন্ন পরবর্তী অবৈধ সংযোগ স্থাপন/ কমিশনকৃত সার্ভিস লাইনের মাধ্যমে গ্যাস বাবহার/কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গ্যাস লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন।	গ্যাসলাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বৎসর) ছাড়াও উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচিছন্ন/ নিয়মিতকরণ তারিখ পর্যন্ত স্থাপিত বর্ণার/গ্যাস সরঞ্জামের বিপরীতে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে।	৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।	
	- গৃহস্থালী সংযোগ হইতে বাণিজ্যিক কাজে গ্যাস ব্যবহার করা।	গৃহস্থালী সংযোগ হইতে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে সেই ক্ষেত্রে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরনের সময় প্রাপ্ত বার্ণার/সরঞ্জাম-এ সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণ পূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কারচুপি সনাক্ত করণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বৎসর) ছাড়াও উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচিছন্ন/নিয়মিতকরণ তারিখ পর্যন্ত বাণিজ্যিক হারে অতিরিক্ত বিল এবং মূল আবাসিক বিল প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় বা সমন্বয় ব্যতীত আদায়যোগ্য হইবে।	৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।	
(খ) মিটার যুক্ত	- মিটারে হস্তক্ষেপ (মিটার ইনডেক্স ভগ্ন, মিটার সীল ভগ্ন বা নকল মিটার রেজিষ্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রোটর/ফ্যান ভগ্ন, ডায়াফ্রাম ছিদ্র, মিটার উল্টোভাবে স্থাপন করা, মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি।	ইতিপূর্বে কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/ সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনিং এর তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বৎসর) ছাড়াও উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে মিটার	৩(তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদাযোগ্য হইবে।	

গ্রাহক শ্রেনী	অবৈধ কাজের বিবরণ/ধরণ	অতিরিক্ত গ্যাস বিলের পরিমান নিরূপন পদ্ধতি	জরিমানার পরিমান	মন্তব্য
		প্রতিস্থাপন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/ সীলকরণ এর তারিখ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড ও প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে।		
	- যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন/মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীন লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন/কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন/বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/ কমিশনিং/পুর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (যাহা সর্ব্বোচ্চ ৩ বৎসর হইবে) প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করতঃ অতিরিক্ত গ্যাস বিল আদায়যোগ্য হইবে।	৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদাযোগ্য হইবে।	পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত অবৈধ সংযোগ তাৎক্ষনিক ভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভুত এবং সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি এন্ট্রি করিতে হইবে। কোন কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না হইলে পরিদর্শনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে এফআইআর রেজিষ্টারভুক্ত করা এবং পরবর্তীতে অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।
	-গ্যাস কারচুপি না করিয়া অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার/ পরিবর্তন এবং/বা স্থানান্তর করা।	গ্যাস অপচয় হইলে সেই ক্ষেত্রে অপচয়কৃত গ্যাসের মূল্য আদায়যোগ্য হইবে।	অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ হইবে।	উল্লেখিত অবৈধ কার্যকলাপের জন্য গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত পদ্ধতি মিটার বিহীন গ্রাহকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।
	-মিটার রিডিং গ্রহন/পরিদর্শনকালে কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতিপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চাইতে (টার্ণওভার ব্যতিত) কম পাওয়া গেলে।	প্রযোজ্য মতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ণিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে যে সময় হইতে গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় সেই	৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য	

গ্রাহক শ্রেনী	অবৈধ কাজের বিবরণ/ধরণ	অতিরিক্ত গ্যাস বিলের পরিমান নিরূপন পদ্ধতি	জরিমানার পরিমান	মন্তব্য
		সময় হইতে কারচুপি সনাক্তকরনের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বছর) ছাড়াও সনানক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচিছন্নকরণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সিলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল আদায় যোগ্য হইবে।	হইবে।	
	-রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে বেশী চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে।	পূর্বে চাপ সেট করণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) এর তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরনের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্ব্বোচচ ৩ বছর) ছাড়াও উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচিছন্নকরণ/ অনুমোদিত চাপে পূনঃ সেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিত করণ এর সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচচ চাপের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে।	অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।	
	- গ্যাস কারচুপির সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অননুমোদিত গ্যাস বার্ণার/সরঞ্জাম স্থাপন করা হইলে।	প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রয়োজ্য চালনা ধাঁচ ও ডাইর্ভারসিটি ফ্যাক্টর অনুযায়ী মাসিক লোড/নূন্যতম বিল পূনঃ নির্ধারণ করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে) গ্যাস লাইন কমিশন হইতে অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্নার সনাক্ত করনের তারিখ পর্যন্ত সময় (সবের্বাচ্য ৩ বৎসর) ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্ত করণের হইতে সংযোগ বিচিছন্ন করণ/নিয়মিতকরণ/অননুমোদিত স্থাপনা ও গ্যাস লাইন অপসারণ পর্যন্ত যে সকল মাসের গ্যাস বিল পুনঃ নির্ধারিত নূন্যতম বিলের চেয়ে কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে।	পূনঃর্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।	প্রাপ্য অর্থ ১ মাসের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে গ্যাস সংযোগ বিচিছন্ন করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট - গ

সংশ্লিষ্ট বিপণন কোম্পানীর নাম (তিতাস গ্যাস/বাখরাবাদ গ্যাস/জালালাবাদ গ্যাস/ওয়েস গ্যাস)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা

ছবি

গৃহস্থালী প্রয়োজনে গ্যাস সংযোগের আবেদন পত্র

আবেদন পত্র গ্রহনের
নং...............তারিখ ....

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ....

২। পেশা ঃ ....

৩। পিতা, মাতা/স্বামীর নাম ঃ ....

৪। জন্ম তারিখ ও বয়স ঃ ....

৫। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ....

টেলিফোন নং (যদি থাকে)ঃ .

৬। যে ঠিকানায় গ্যাস সংযোগের প্রয়োজন উহার পূর্ণাংগ ঠিকানা ঃ ....

....

৭। বাড়ীর মালিকের নাম ও তাহার বর্তমান ঠিকানা (আবেদনকারী বাড়ীর মালিক না হইলে) ঃ ....

৮। গ্যাস সরঞ্জাম সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের বিবরণ	সংখ্যা	মোট রান্নাঘরের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	দৈত চুলা			
২।	অন্যান্য	ক)		
৩।		খ)		

আমি এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত সকল দলিলপত্র সঠিক ও প্রদত্ত অন্যান্য তথাদি নির্ভুল এবং অংগীকার করিতেছি যে, আমি গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করিব। প্রদত্ত তথ্যাবলী ভুল প্রমানিত হইলে কোম্পানী যে কোন পর্যায়ে প্রক্রিয়া স্থগিত বা সংযোগ বন্ধ করিতে পারিবে। আমি আবেদনপত্রের সহিত সরবরাহকৃত গ্যাস সংযোগ

সম্পর্কিত সকল নিয়মাবলী অবগত হইলাম এবং অভ্যন্তরীন গ্যাস পাইপলাইন নির্মানের জন্য সংযুক্ত নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার/অনুমোদিত ফিটার নিয়োজিত করিলাম।

৯। আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত ঃ

১। পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।
২। জমির মালিকানার দালিলিক প্রমান (দলিল/হোল্ডিং নং/পরচা/খাজনার রশিদ)
৩। ভাড়াটিয়া হইলে মালিকের সম্মতি পত্র।
৪। প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের ৪ (চার) কপি নক্সা।
৫। এই হোল্ডিং-এ পূর্বে কোন গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বকেয়া থাকিলে তাহা পরিশোধের এবং সার্ভিস/বিতরণ লাইন হতে অন্য কাহাকেও সংযোগ প্রদানে আপত্তি নাই –এই মর্মে অংগীকার নামা।
৬। যৌথ মালিকানায় শরীকের অনাপত্তি নামা।
৭। রুট ম্যাপ।